অনিকেতন

আব্দুর রউফ চৌধুরী

পঞ্চম অধ্যায়

দরজায় কড়া নড়ে উঠল ।

ভাইস চেয়ারম্যান বদরুদ্দিন উপস্থিত ।

বাড়ির ভেতর এলেন ।

বললেন, আসসালামু আলাইকুম ।

এক নিশ্বাসে নিয়ম-মাফিক ইসলামিক অভিবাদনে জবাব দিলেন কাজী, ওয়ালাইকুম সালাম । কেমন আছেন? সব ভালো তো?

বদরুদ্দিন বাথরুমে চলে গেলেন ।

বাস্তবিক, কাজী ভাবলেন, ইসলামের এ নিয়ম সেরা– স্রষ্টার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠমানব মাথা নত করবে কেন অন্যের সামনে একমাত্র স্রষ্টার উদ্দেশ ব্যতীত! সৃষ্টির পরিপূর্ণতা রূপায়িত, বিকাশিত এবং স্রষ্টার প্রতিফলন এ মানব মাঝে; ঐশীগুণাবলীতে মহিমান্বিত, ফেরেশ্‌তা ঈর্ষিত, দেবতা বন্দিত মহাত্মন করবে নতজানু প্রণাম অষ্টাঙ্গে- জানু, চরণ, হস্ত, বক্ষ, মস্তক, চক্ষু, দৃষ্টি ও বাক্যে কোনো সৃষ্টজীবকে? এমন হীনস্মন্যতা মেনে নেবে ধনীশাসিত সামাজিক আইন বা পীরপুরোহিত শাসিত ধর্মের অনুশাসন ত্যাগ করে মানব ধর্ম! এদিকে খ্রিস্টানদের সম্ভাষণ– সুপ্রভাত, সুসন্ধ্যা বলার মাঝে সারবত্তা কোথায়? তবুও পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা বাস্তবধর্মী, একথা অস্বীকার করা যায় না, ধর্মকে তারা নত করেছে তাদের বাস্তবপ্রয়োজন-অধীন । আর আমরা শিরনত করি পীরের খেয়াল মাফিক মঞ্জিলে । পাশ্চাত্ত্য দেশগুলোর উন্নতির প্রধান কারণ, বৈজ্ঞানিক অবদানের সম্যক সুষ্ঠ ব্যবহার করণার্থে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন উপযোগী শিক্ষা লাভ । বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সংক্রামক ব্যাধি বাহক জীবানু ভর্তি দূষিত চিনির পচা বস্তা যেন; যার পেছনে পিঁপিলিকার দলও যায় না লাভবানের সম্ভাবনা না থাকায়; বরং এ ক্রমশ জাতির দেহকে ধ্বংস করে চলেছে; কিন্তু আমাদের উপলব্ধি বোধ নেই । কুসংস্কারকে ধর্ম বলে আঁকড়ে ধরে আছি, বেহেশতের লোভ সাধনে, প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে । প্রগতিকে পরিহার করেছি পরকালের দুর্গতির সোপান সেন্দহে । শিক্ষাঙ্গনে পরাছার ব্যাপক ব্যাপ্তিকে ব্যাহত করতে চেষ্টা করি না; বরং মাশরুম দর্শনে মাশাল্লাহ উচ্চারণ করি; কুরআন কিন্তু বিজ্ঞানবৈরি না, বরং মানবকল্যাণ সাধনে নিবেদিত, বিজ্ঞান উদ্ভূত ।

বাথরুম থেকে বদরুদ্দিনের প্রত্যাবর্তনে কাজীর চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল । ভাইস চেয়ারম্যান ভুঁড়ি বের করে বসলেন চেয়ারে, টাইট ট্রাউজারস্ টেনে আর টাক্টইন শার্ট বের করে; মনে হচ্ছে তিনি নিজমনে শালীনতার অভাব অনুভব করছেন । বসেই আবার উঠে দাঁড়ালেন অ্যাশট্রের সন্ধানে, তা লক্ষ্য করে কাজী বললেন, এ

জিনিসটা আজকাল আমার বাসায় দুষ্প্রাপ্য। চল্লিশ বছরের কু-অভ্যাস কাবু করেছি। সত্যি বলতে কি সিগারেট টানা সকলের ত্যাগ করা উচিত। বিশেষত, আপনার আমার মতো অসুস্থের জন্যে হারাম বললে অত্যুক্তি হবে না।

– দেখুন কাজী সাব, আল্লাহ যে জিনিস হারাম করেননি তাকে হারাম বলার অধিকার কারও নেই, বলেই বদরুদ্দিন বিজ্ঞের হাসি পরিহাস-ছলে প্রকাশ করার চেষ্টা করলেন।

কাজী উষ্মা প্রকাশ না-করে বললেন, বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তার নানা উপায়ে অনুসন্ধান করে এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে ধূমপান স্বস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক, ক্ষতিকর। এ সত্য আমাদের অজ্ঞাত ছিল বলে এতকাল হরদম ধূমাপান করেছি।

– বিজ্ঞানের মতো এমন বেঈমানকে বাহবা দেওয়ার প্রয়োজন কি?

– বুঝি না আজকাল কেন মুসলমান বিজ্ঞানকে বলে বেঈমান। আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি মানবকে শিক্ষা দিয়েছেন কলম দ্বারা, অর্থাৎ জ্ঞানবিজ্ঞান দিয়ে, আর তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। বিশ্বাস না হলে আল-কুরআনের ৯৬ নম্বর সুরার ৪ থেকে ৫ আয়াত দেখতে পারেন। অজানাকে যে জানল সে-ই তো বিজ্ঞানী, তবে আজ মুসলমান কেন এমন অজ্ঞান?

– নায়েবে-নবী, মাওলানা, পীর যা বলেন তা মেনে নেওয়া মুসলমানের কর্তব্য।

– পৌরহিত্যবাদ ইসলামে নেই। কাজেই সকলের দায়িত্ব ইসলামকে সঠিকখাতে চালিত করা। প্রয়োজন বোধে বিংশ শতাব্দীর দৃষ্টিতে আমরা নতুন করে আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা করবো; কারণ, তথাকথিত নায়েবে-নবী দ্বারা সব কথা সঠিকভাবে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে না বা হয়নি।

নারাজ হলেন বদরুদ্দিন। হাসির রেশটুকু বিদায় নিল তার মুখ থেকে। কাফ্রীকালো কপালে ভাঁজ পড়ল। কুঞ্চিত ভ্রু হারিয়ে গেল, কপালের কালোর সঙ্গে মিলে একাকার। অ্যাশট্রেতে রাখা সিগারেট-নিঃসৃত ধূম্রজাল কুণ্ডলী পাকিয়ে নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করছে শুধু। বদরুদ্দিনের শুকনো শুকনো মুখ, কিন্তু সিগারেটের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই তার, বললেন, এমন কুফুরী কথা উচ্চারণ করা আপনার মতো মান্যব্যক্তির মোটেই উচিত না। এ ধরনের উক্তি আমাদের সমাজে আপনার দ্বারা ব্যক্ত হলে মসজিদ প্রতিষ্ঠার সর্ব প্রচেষ্টা পণ্ড হতে বাধ্য।

বদরুদ্দিনের কণ্ঠস্বর কাজীর কানে বেতাল তুলল। কত গভীর জীবনভাবনার একি তীব্র আঁতকান! কাজী ভাবতে থাকেন, চোখের সামনে স্থির হয়ে বসা লোকটাকে চিনি! কিন্তু চেনা আর আসলে চেনা দুটো আলাদা জিনিস। চোখ বন্ধ করে নাকের ডগায় লাগানো চশমাটাকে হাত দিয়ে চোখে ঠেকিয়ে ধ্যান করতে বসলেন। বুকের ভেতরটা তার ঝাপটে উঠল বদরুদ্দিনের কথায়। মন সহসা চিৎকার করতে চাইল, কিন্তু পারলেন না। মন পাগলের মতো অন্তরতোলপাড় করে কণ্ঠে এসে শুকিয়ে উঠল। হাত-পা অসাড়, বেজায় দুর্বল লাগছে। কাজী স্তম্ভিত। কাজীর মুখের দিকে তাকাতেই বদরুদ্দিন দেখলেন সে-মুখে ভয়ংকর একটা চিহ্ন ফুটে উঠেছে। ভয়ে আঁতকে উঠলেন তিনি। বললেন, তাই বলি দয়া করে সাধ্য মত সামলিয়ে কথা বলবেন। যদিও মৌলভী-পীরে আপনার অভক্তি সম্বন্ধে আমরা অনবহিত না, তবু আপনার সততার সুনামে স্থানীয় মানুষ আমাদের প্রতি সন্দিহান নয়, এ আমার বিশ্বাস। হোসেন সাবকে কেক্রেটারি করার মূলে এ-একই উদ্দেশ্য। তিনি এরশাদের মন্ত্রীসভার একজন বিশিষ্ট সদস্যের ভাতিজা, মানুষের আস্থা অর্জনে সহায়ক, যদিও তার স্ত্রী করছেন ইসলাম বিগর্হিত কাজ। অনাবৃত মস্তকে হোটেল ব্যবসায়ে কর্মচারীকে সাহায্য করছেন সহাস্যে।

এ কথাগুলো বলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গেলেন বদরুদ্দিন, তবুও আরেকটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করতে ভুললেন না। কাজী নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে সহাস্যে বললেন, তবে কি সাম্পান ক্রুসের বাঙালি বুঝতে পেরেছেন যে ধার্মিকধ্বজাধারীর মধ্যে সচ্চরিত্রের মানুষ মেলা ভার, ইলিশের জন্য এঁদো পুকুরে জাল ফেলা যেমনি পণ্ডশ্রম তেমনি!

বদরুদ্দিন এ-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পুরনো কথায় ফিরে গেলেন, প্রশ্ন করলেন, আলেমরা কি কোনো কিছু গোপন করেছেন? এ সম্বন্ধে কি কিছু বলতে পারেন? দু-একটা উদাহরণ?

– 'ওশর' মানে খাদ্যশস্য বা উৎপন্ন দ্রব্যের দশামাংশ যাকাত দেওয়া ফরজ। একথা শুনেছেন কোনোদিন কোনো মোলভীর জবানে?

– আপনি এ-কথা পেয়েছেন কোথায়?

– বোখারী শরীফের ৭৮৩ নম্বর হাদিসে... ।

– মাফ করবেন, আমি বাথরুম হয়ে আসি ।

বদরুদ্দিন নিষ্ক্রম হলেন ।

বহুমুত্র রোগীর উদরভর্তি ভাত খাওয়া অনুচিত, লবণ ঠাসা থলের মতো, পাকস্থলীকে যথেষ্ট ফাঁকা রাখা উচিত। গতকালের বদরুদ্দিনের খাবারদৃশ্য ভেসে উঠল আবুল ফজলের দৃষ্টিপটে। এক শ্রেণীর মানুষ আছে যাদের জানার বাইরে কোনো জ্ঞান আছে বলে মেনে নিতে পারে। বুঝিয়ে বললে বিরক্ত হয়। অযথা অসন্তোষ প্রকাশ করে। এমনকি কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো অকারণে দরদী অন্তরে আঘাত দিতে দ্বিধার বোধ করে না।

বদরুদ্দিনের বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে দমকা এক টুকরো হাওয়া ঘরকে ঢুকে পরিবেশকে ঠাণ্ডা করে দিল। দরজা-জানালা বন্ধ থাকায় ঘরে বসে টের পাওয়া যাচ্ছিল না বাইরে প্রকৃতির মাতামাতি; বিশেষত কথোপকথনে ব্যস্ত থাকায়। কাচের কপাট পথে তাকিয়ে কাজী দেখলেন, বাইরে ওকগাছের নেড়ে মাথা এবং পত্রশূন্য আপেল গাছের শাখাগুলো আছড়িপিছড়ি যাচ্ছে, যেন জটাধারী পীরানী। মাঝে মাঝে দাঁতের কড়মড়– ঝিলিক; তাল মিলিয়ে যেন পীরের গলায় জিগির আটকে যাওয়া গড়গড় শব্দের মতো আত্মপ্রকাশ করছে মেঘনিনাদ বিদ্যুৎ মুখে।

বদরুদ্দিনের প্রত্যাবর্তনে বন্ধুসূলভ পরিবেশে কাজী বললেন, ভাইস চেয়ারম্যান সাব, আমার পারিবারিক কথা বলতে যাচ্ছি আপনাকে, আশা করি অন্যলোক জানবে না।

চেয়ারম্যান জানেন, ছোটবড়ো রাজনীতির খেলায় বাইরের মানুষকে আপন করে নিতে হয়। সাধারণ কারণে মানুষকে ভাইবোন, চাচাচাচী বানাতে হয়। সেক্ষেত্রে কোনো আড়ষ্টতা থাকার মানে হয় না। তবুও কাজীকে সচেতন থাকতে হয়। ঠিক ততখানি সর্তক-সচেতন থেকেই বদরুদ্দিনকে আপন করে নিলেন; তাই মুখ দিয়ে এ কথাগুলো বের করে দিলেন।

কাজীর কথায় বদরুদ্দিন ঘাবড়ে গেলেন। নিজ গালে আঙুল ঠেকালে তর্জনীর স্পর্শে গালে টোল সৃষ্টি হল। চোখে বিস্ফার বঙ্কিমা। মাথায় মৃদু দোলনের ছন্দ। কণ্ঠে বললেন, আপনার ঘরোয়া কথা কি আমি দশকান করতে পারি!

– তা জানি বলেই বলছি। একবার ডায়াবেটিক আমার এক ভাইকে লিখেছিলাম, কম ভাত খাবার জন্য। উত্তরে তার ভাবীকে জানাল, কম ভাত খাইয়ে শুকিয়ে মারার ফন্দি না-কি? কিন্তু জানেন জন্ম থেকে সে আমার অন্নে লালিত।

বদরুদ্দিন থতমত খেয়ে আপন মনে বললেন, বুঝেননি বোধ হয় ভদ্রলোক। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই বললেন না; বরং নিঃশব্দে হেসে টেবিলে রাখা পানির গ্লেসটা ঠোঁটের কাছে তুলে নিয়ে চুমুক দিলেন খুব ঘন করে। চুমুক শেষে টেবিলে একটু শব্দ করে গ্লেসটা রাখলেন।

আবার লিখেছিলাম একান্নবর্তী ভাইকে, যার স্ত্রীপুত্রপরিবার আমার অর্থে পালিত, প্রতি ফসলে কিছু জমি পতিত রাখলে ও ফসল বদলিয়ে চাষ আর তার সঙ্গে সার ব্যবহার করলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। উত্তরে তার ভাবীকে প্রশ্ন করল, একি তার সন্তানের উপোস রাখার বিলেতি ফন্দি? অপদার্থ-অজ্ঞানের সঙ্গে যুক্তিপ্রদর্শন করা বৃথা কাজ, তাই চুপ মেরে গিয়েছিলাম।

বদরুদ্দিনের নীরবতায় কাজী চমকে উঠলেন। মনে মনে বললেন, আমার ভাইয়ের গ্রামীণ পরিবেশের চেয়ে বদরুদ্দিনের বিলেতি পরিবেশ তেমন উন্নত না। তিনি আমার বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করবেন কি করে! কাজী কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, স্থানীয় পার্লামেন্ট সদস্য মিস্টার স্মীথের সমর্থন সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই তো?

বদরুদ্দিনকে কাজী যতই দেখলেন ততই অবাক হচ্ছেন। লোকটা কলুর বলদের মতো একরোখা। দেখতেই পান না অন্য কিছু। মসজিদ-কমিটি সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তা নিয়ে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকেন। ছেলেমেয়ের লেখাপড়া, সাংসারিক বিষয়াশয় ইত্যাদি কোনো কিছুই স্থান পায় না তার অন্তরে। ছোট্টমনে ঠাঁই নেই অন্য নকসার। একমাত্র ঠাঁই মসজিদ কমিটির কার্যকলাপ; তাও আবার কাল্পনিক সমস্যা সমাধানেই অধিকাংশ সময় ব্যয় হচ্ছে। অযথা মনের বোঝা বাড়িয়ে চলছেন। মসজিদের আড়ালে তিনি যে স্তম্ভ স্থাপনে তৎপর হয়েছেন তা হল– ইসলামিক সেন্টার নামে স্থানীয় বঙ্গসন্তানের কল্যাণজনক কাজকর্ম করে সরকারী সাহায্যলাভ আদায় করা। ফলে অন্যান্য বাংলাদেশি সমাজকল্যাণ সমিতির মতো সুযোগসুবিধে ভোগ করে দপ্তর সাজিয়ে দস্ত রমতো গণ্যমান্য পুরুষে পরিগণিত হওয়া। তার কল্পনা দৃষ্টিতে যেসব লোক এ পরিণতির পথে প্রতিবন্ধক, তাদের একে একে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করে হায়দারী হাঁকে হকচকিয়ে নিরস্ত্র করতে তিনি সদা সশস্ত্র। ফলে নিজের নাজুক মনের ওপর চাপ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, দিনের পর দিন। শরীরের কথা ভেবে দেখার সময় নেই সাম্পান ক্রুস মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারের ভাইস চেয়ারম্যান বদরুদ্দিনের।

কাজীর এ-প্রশ্নে বদরুদ্দিনের সামনের চারটা দাঁত ওষ্ঠাধরের ফাঁকে আচমকা ঝকমক করে উঠল। বললেন, একে একে সব ঠিক মতো লাইন-আপ হচ্ছে। আপনি যদি আরও বেশি সময় দিতেন তাহলে তরান্বিত হত নিশ্চয়।

আশ্বাস দিয়ে কাজী বললেন, চিন্তা করবেন না। যে-বিষয় আমাদের প্রাথমিক প্রয়োজন তা হচ্ছে চ্যারিটি রেজিস্ট্রেশন, এ যদি ছ-মাসের মধ্যে হয়ে যায়, তবে আমাদের অর্গানাইজেশনের ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হবে নিশ্চয়।

হাসিম্লান মুখে বদরুদ্দিন বললেন, এ অবশ্যই মামুলি মামলা না, তাই বলি আপনার 'ইনশাল্লাহ' বলা উচিত ছিল। ভেবে পাই না শিক্ষিত লোকের খোদাভীতি নেই কেন?

বদরুদ্দিনের মুখের দিকে নিদারুণ বিস্ময়ে অপলক তাকিয়ে থাকলেন। চোখে চোখ রেখে মিষ্টি হেসে কাজী উত্তর দিলেন, সম্ভবত কপটতা পরিত্যাগের শিক্ষা পেয়েছে বলে। অধিকন্তু তারা মনে করেন সৎমার মতো সদাখুঁত অন্বেষণ করার কাজে খোদা ব্যস্ত নন। তিনি পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল। পিতৃ নির্ভরশীল সন্তানের কাছ থেকেও মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আশা করে না কোনো পিতা, আর খোদা তো তার অনেক উপরে।

ধর্মে সঙ্কীর্ণতা সন্ধানী মৌলোভীর কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা বিবেচনায় কাজী বললেন, যাকগে, আপনার ব্যক্তিগত কি কাজ ছিল তা শেষ করা এখন প্রয়োজন। একটা প্রতিঘাত করার উদ্দেশ্যে বোধ হয় যোগ করলেন, বেকার ভাতায় যাদের সংসার চলে তাদের সময় ফুরোয় না।

– তার চেয়ে ভালো আছে তারা বেড এ্যান্ড ব্রেকফাস্ট হোটেলে সপরিবারে যারা স্থান পেয়েছে। গৃহহীন হওয়ার হীনতা স্বীকার করে পারিতোষিক– দ্বিগুণ ভাতা। তবে এর পরিণাম শুভ নাও হতে পারে। সরকার নাকি তল্লাশ শুরু করেছে তামাম মানুষের দেশের বাড়িতে। যাকগে, আমি এসবে নেই। প্রয়োজন ই-বা কি?

– আপনার বাড়ির মরগ্যাজ ও ঋণের কিস্তি শোধ করতে ডিপার্টমেন্ট অব হ্যালথ এ্যান্ড সসিয়েল সিকোরিটি কোনোরকম টালবাহানা করছে না তো?

– জি না। ডাকের বচন– আগে হাঁটলে চোরেও পথ পায়।

– আরে কি যে বলছেন। নিজেকে ছোট করছেন কেন? আইনের ফাঁকে বুদ্ধিকরাত ব্যবহার করছেন বই তো অন্য কিছু না? সত্যি বলতে কি বাঙালিবুদ্ধি যদি ইংরেজ পেতো তাহলে ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন বহাল থাকত আরও অনেক দিন।

– না, চেয়ারম্যান সাব, আমরা সাধারণ ব্যাপারে সতর্ক, কিন্তু বড়ো বিষয়ে ভাবতে পারি না! দু-দুবার স্বাধীন লাভ করেও কি শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে সম্যক সমজদারের সদিচ্ছা প্রকাশ করতে আমরা সক্ষম হয়েছি?

আলোচনা রাজনৈতিক জঙ্গলে পথহারা হচ্ছে, এ-লক্ষ্য করে কাজী বললেন, ভালো কথা, বলতে ভুলে গেছি, আগামী রোববার পঞ্চায়েত বসবে আপনার বাসায়। আলী আহমদ ও তার স্ত্রীর মধ্যকার বিরোধ মীমাংসার জন্যে। পাঁচজনের রায় মেনে নেওয়ার মতো সুবুদ্ধি আশা করি উভয়ের আছে। এ ব্যাপারে আপনার কি অভিমত?

আচমকা এ-কথায় চমকে উঠলেন বদরুদ্দিন। ফ্যালফ্যাল করে দু-দণ্ড চেয়ে রইলেন কাজীর দিকে। তারপর মন্থর ভঙ্গিতে বললেন, আমি সোজা কথার মানুষ। টুটুক আর ফাটুক ন্যায কথা ছেড়ে দেই না। আমি জানি পর্দার বাইরে মেয়েদের প্রশ্রয় দেওয়া পরোক্ষ পাপকে আহ্বান করা শুধু। ডাকের বাপে জানেন তো গাল খায় না। পাপে বাপকেও ছাড়ে না। আলী আহমদের বেলায় তা-ই ঘটেছে।

– বেচারা তো বড় নিরীহ!

– সুবিধে করতে না পেরে বিবাগী। প্রগতিশীল বলে নিজেকে জাহির করতে গিয়ে নিজের ধন পাচার হয়ে গেছে, আর কি!

– হেয়ালীর মতো মনে হচ্ছে। একটু পরিষ্কার করে বলুন।

যে-শব্দ শুনলে বদরুদ্দিনের বদনে মাখন দেখা দেয়, সে-শব্দ ব্যবহার করলেন কাজী। পান বিচানো বন্ধ করে দাঁত বের করে উত্তর দিলেন, স্থানীয় ওয়েলফেয়ার অফিসার আইরিশ বেটা[১] পল্। তার ব্যবস্থাপনায় মেয়েপুরুষ পিকনিকে যায়। তাঁবুতে রাত কাটায়। আলীর তাতে সায় ছিল। এখন কেন পস্তায়?

– তাই বলে নিজ স্ত্রী পর হয়ে যাবে, এ কেমন কথা?

– প্রগলভা নারীর এ-ই তো পরিণতি। শাদা মুল্লুকের তেষট্টিটা বিয়ে ভেঙে যায় বলে হরহামেশা পত্রপত্রিকায় দেখা যায়। তালাকের মামলাই এ-দেশের ব্যারিস্টার সলিসিটরের জন্যে পদ্মার ইলিশ। স্বাদে, গন্ধে অপূর্ব, আকর্ষনীয়। আর স্বামী-স্ত্রী ইলিশের মতোই অসহায়। আপন তেলে ভাজা হয়ে অন্যের ভোগে লাগছে। এদের হালচাল স্বচক্ষে দেখেও যদি বাংলার মানুষ তাদের অনুসরণ করে তবে দোষ দেবেন কাকে।

তিনটা পেয়ালা চা পূর্ণ টি-পট আর কাপ প্লেট সাজানো টিপাই নিয়ে টিপটিপ হেসে বসার ঘরে প্রবেশ করল রফিক, ছোট একটা সালাম জানিয়ে। বদরুদ্দিন একদণ্ড দম নিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে। আগে যা বলতে চেয়েছিলেন তা আর বলতে পারলেন না। কাজী বললেন, এ আমার শা...। সামলিয়ে নিলেন নিজেকে। রফিক মিশুক প্রকৃতির মানুষ, কিছুটা ফর্সা, চোখ টানাটানা, নাক উন্নত, ভালোকে ভালো বলতে তার মনে কোনো জড়তা নেই, আর মন্দকে মন্দ বলতেও সময় লাগে না। কাজী বললেন, আপনিই ওর সঙ্গে আলাপ করুন, জমবে ভালো, সদ্য স্বদেশ ফেরত।

টিপাই থেকে চায়ের কাপগুলো টেবিলে রাখে টেবিলের পাশ থেকে একটা কেদারা টেনে কাছে এসে বসল রফিক। টি-পট দু-হাতে ধরে চা ঢালতে লাগল। অন্যদিকে কাজী এ অবসরে ভাবতে লাগলেন, ভাষার এ কি বিড়ম্বনা। আদরের চিজ, জীবন সঙ্গিনীর ছোট ভাইকে সম্বোধন করতে হয় গালি দিয়ে। ভাষাবিদের বুদ্ধির এ কি বিড়ম্বনা। আরে রাম, বাই জভ, যীসাস ক্রাইস্ট, গড্ স্যাক্, আরে খোদা– যাই বলি না কেন আক্ষেপ লাঘব হবে না। তার চেয়ে বরং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়ার তথাকথিত ইসলামিক আইনের বেত্রাঘাত সহ্যকরণ

[১] পুরুষ।

সহজতর। অবশ্য এতেও ইতরবিশেষ আছে। সমাজের যত নিম্ন স্তরের হবে, আর্থিক সঙ্গতিহীন, ততই চাপ বাড়বে। তাপবিকীর্ণ হবে বেশি প্রত্যেক পরবর্তী আঘাতে পাছার আশেপাশে। মিলিট্যারি মোটা মগজের মানুষ, সূক্ষ্ম কথা তলিয়ে দেখার তাগিদ অনুভব করে না। একবার পিন্ডি থেকে এক কনভয় ডেরাগাজীখান যাওয়ার নির্দেশ পেল। চব্বিশ ঘণ্টা পরেও ফিরে আসেনি শুনে ক্যাম্প-কমান্ডার আদেশ দিলেন, বের হোক দশটা জীবপ চারিদিক খুঁজে দেখার জন্যে। উত্তর এল, যো হুকুম। দু-চব্বিশ ঘণ্টা তল্লাশি চলল। অবশেষে জানা গেল প্রথম কনভয় বের হয়নি, ভয়ে, সীমান্তে শত্রু সৈন্যের সমাবেশ সংবাদে।

ইতিমধ্যে রফিক পরিচয়পর্ব শেষ করে আলাপ আরম্ভ করল, দেশালেখ্য। বদরুদ্দিন যেমন আলাপি তেমনি ভালো একজন শ্রোতাও বটে। শুনছেন মনোযোগ দিয়ে। রফিক বলল, একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বাংলার মানুষ একে অন্যকে জড়িয়ে ধরেছিল, বন্যাপীড়িত পিঁপিকিলকার মতো, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে জাতীয় শত্রু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতার ভয়ে, কিন্তু ভয় যেই চলে গেল, অমনি লেগে গেল একে অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভাঙার ফিকিরে।

বদরুদ্দিন বললেন, শুনলাম এখন নাকি ঘুষের রাজত্ব চলছে দেশের সর্বত্র। সরকারী বেসরকারী– সবস্থানে সমান প্রতিযোগিতায়।

সায় দিল রফিক, জি। আগে পুলিশফাঁড়িতে অথবা ফৌজদারী আদালতের বারান্দায় ঘুষের কানাঘুষা চলতো, এখন আদালতের ভেতর ঘুষের হিসেবনিকেশ চলছে, প্রকাশ্যে ভাগ বণ্টন। তখন যা ছিল নিন্দনীয়, এখন তা বরণীয় না হলেও গ্রহণীয় নিশ্চয়। কেউ বারণ করে না এ দস্থুরী, কোনো দপ্তরে। বিচারকক্ষে বিচারক সমক্ষে জয়ীপক্ষকেও অংক কষতে হয় শেষ স্বাক্ষর লাভের পূর্বক্ষণে, শুভলগ্নে। বিরল না এমন দৃশ্য জেলা সদরের জজকোর্টেও।

বদরুদ্দিন বললেন, আমরা স্বাধীন কি না, তাই যথেচ্ছ ব্যবহারে বাধা কোথায়?

প্রপাকিস্তানি মন্তব্য মনে করে রফিক চাপা বিরক্তি সহকারে বলল, দেখেছি করাচি হক্সবেতে প্রমদা সাহচর্যে সভ্যতা বিবর্জিত বনোমানুষের প্রগলভ আচরণ। পেশাওয়ার, লাহোর, কোহাট ও কোয়েটার পাঠন-পাঞ্জাবি তাজ্জব করে দিচ্ছে ডারউন থিয়রীর সত্যতা সপ্রমাণে।

বদরুদ্দিন এ-কটাক্ষ লক্ষ্য করে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা কররলেন, বললেন, তেমনি বাঙালির কিছু আচরণ যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। জীবনবিপন্ন করে যারা মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করেছিল তারাই আবার লঞ্চ ডুবিয়ে হতাহতের মালামল আত্মসাতে তৎপর হয়ে উঠেছে।

কাজী আর নিরব থাকতে পারলেন না, বললেন, দ্রাবিড়, শক, হুন, সাঁওতাল, ভীল, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের বিভিন্ন জাতি-উপজাতি মিলে গড়ে উঠেছে বর্তমান বাঙালি জাতি। তাই বাঙালি জাতীয়চরিত্র বিচিত্র। একদল বঙ্গসন্তান শান্ত সমাহিত স্বরস্বতী পূজারী, মধুর মাধুর্যে। আরেক দল কাপালিক সেজে জ্যান্ত মানবশিশুর মস্তক দিয়ে করালী কালী পূজা করে। আবার অন্য মতাবলম্বী করাঘাতে বক্ষবিদীর্ণ করে রক্ত ঝরায় নিদারুণ কারবালার ঘটনা স্মরণে। অবশ্য অধিকাংশ বাঙালি মাতামাতি করে না এসব কোনো কিছু নিয়ে।

রফিক বলল, হিন্দুর নানা পূজা। বারো মাসে তেরো পার্বণ। বৈচিত্র এনেছে বাংলার বুকে। মুসলমানের মহরম তো মাতমে পর্যবসিত। আর ঈদ দুটো ছাড়া আছে শুধু মিলাদ, এতে উচ্ছ্বাসিত আনন্দের আভাসটুকু থাকলেও কলকণ্ঠে হাসির কল্লোল নেই, হিন্দুর উৎসবের উৎসের মতো।

কাজী যাগ করলেন, মুসলমানের ঈদে সিন্ধুর গভীরতা আছে, কিন্তু ঝরনার চঞ্চলততা নেই; যা আছে পূজা অর্চনায়। ইসলাম একেশ্বর উপাসনার সরলতায় সমৃদ্ধ, হিন্দুধর্ম বহু দেবদেবীর আরাধনায় বৈচিত্রময়। বহুর মধ্যে একের সত্ত্বা অন্তরীণ, একমেবাদ্বিতায়ম। এক ও অদ্বিতীয়য়ের প্রাধান্য মুসলমানের জীবনের সব কিছুর অন্তর্নিহিত। তবুও দুটোর মধ্যে ভিন্নতা আছে, আপাতত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী স্রোতে সংগৃহীত। পলিমাটি দ্বারা গঠিত বাংলাদেশের ভূমি গঠিত তাই দুয়ের মিলনস্রোতে ফগ্গুধারার মতো বইছে অন্তরদেহে, অন্তরদাহ পরিহার করে, পরস্পর প্রতিবেশীসুলভ হৃদ্যতায় বসবাস করে। তাই তো চরমপন্থী মোল্লাকে খুশি করার জন্য

ফিল্ডমার্শাল আইয়ুব খান যেদিন রবীন্দ্রসঙ্গীত ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার না করার নির্দেশ দিলেন সেদিন বাঙালি প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছিল।

রফিককে দেখে নিলেন কাজী, সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। কথায় কথায় মধ্যাহ্নভোজের সময় সমাগত হতেই বদরুদ্দিনকে অনুরোধ জানালেন কাজী খাবারের কাজটা এখানেই সেরে নিতে। মৃদু আপত্তির মাধ্যমে বদরুদ্দিন শুধালেন, ভাবী কি রান্না করেছেন জানতে পারি? হাসির সঙ্গে দাঁতগুলো বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে।

– দেশী মাছ আর দেশী তরি দিয়ে তৈরি কারী। আশা করি মন্দ হবে না।

– জি না। আজকাল বাঙালি দোকানে প্রচুর পরিমাণের স্বদেশী মাছ ও সব্জী পাওয়া যায়। ময়মনসিংহের শিং ও সীম, পাবনার পাবদা, সিলেটের হাতকরা[২], নবীগঞ্জের কই, বানিয়াচুঙ্গের কচু, কুমিল্লার মুলা, চট্টগ্রামের চিংড়ি– নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য বিদেশে চালান দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা পাচ্ছে বাংলাদেশের সরকার।

কাজী বললেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় থাইল্যান্ডের ট্রলার মাছ ধরে নিয়ে যাচ্ছে বঙ্গোপসাগর থেকে। আমাদের সৈনিক পাহারাদার যোগসাজশে কি না, তাই কেউ উচ্চবাচ্য করছে না। আওয়ামী লীগ আমলে মিলিট্যারি ছিল উপেক্ষিত, তারপর তারা হয়েছে ক্ষমতায় লিপ্ত, আর দেশের ভেতর দুর্নীতি ও বাইরে চোরাচালানে ওস্তাদ। তাই জনসাধারণ বিপদগ্রস্ত, রাজনীতিবিদ সন্ত্রস্ত। বঙ্গমাতার নিরাবরণতা বাড়ছে দিনদিন। মলিনবদন হচ্ছে মলিনতর।

বদরুদ্দিন বললেন, প্রতিবেশীর দুর্বলতার সুযোগ নেওয়ার মারওয়ারী মনোভাব কাজ করছে ভারত সরকারের নীতিনির্দারণে। এমনকি ভারতীয় মুসলানরাও বাংলাদেশকে সমর্থন করছে না; মুক্তিযুদ্ধের সময়ও তারা সাহায্যের বদলে বিরুদ্ধাচরণ করেছিল।

– এ তো নতুন কথা না ভাই। ১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠনের ফলে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিল। আর হিন্দু-বুদ্ধিজীবিরা আন্দোলন শুরু করেছিলেন নতুন প্রদেশ গঠনের বিরুদ্ধে। আর এতে ইন্দন যোগিয়ে ছিল অবাঙালি মুসলমানরাও। সিমলা বৈঠকে গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টোর সঙ্গে আলোচনার জন্য আগাখানের নেতৃত্বে ভারতীয় মুসলমান প্রতিনিধিদল পূর্ববঙ্গ ও আসামের তৎকালীন মুসলমানের দাবিকে উপেক্ষা করেছিল। হিন্দু-বুদ্ধিজীবির তথাকথিত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছিল বলেই তো আজ আসাম অঞ্চল নিয়ে সৃষ্টি হতে পারল না বৃহওর বাংলাদেশ।

ইতিমধ্যে কাজীর ছেলে ও মেয়ে খাবার এনে টেবিল সাজিয়েছে জেনে তিনজন ওঠে গেলেন খাবার-ঘরে। সিংককে হাত ধুয়ে চেয়ারে বসে খাবারে মনোযোগ দিলেন তিনজন। বদরুদ্দিন ভোজনারম্ভে ব্যঞ্জনগুলোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। স্বর সপ্তমে তুললেন, যাতে পর্দার আড়ালে কাজীজায়ার কর্ণগোচর হয়, বললেন, স্বাদে, গন্ধে অতুল্য। কারীর তারিফ না করে কি পারা যায়! আমরা লন্ডনে বসে দেশের রুই থেকে শুরু করে চিংড়ি, কেসকী খেতে পাচ্ছি; কিন্তু দেশের অধিকাংশ মানুষ এ-থেকে বঞ্চিত।

রফিক বলল, একেই বলে তাকদীর। বাংলাদেশের মানুষ কত তাগিদে তদবীরে ফসল ফলায়। আর বন্যা এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায় গরীবের সংসারের শেষ হাসিটুকুও। খোদার লীলা বোঝা দায়!

ডান হাতের আঙুল দিয়ে একটা কই মাছ কাবু করতে করতে বদরুদ্দিন বললেন, গোনার কারণে গরীবের এ গরদীশ। কি বলেন চেয়ারম্যান সাব?

কাজী আশ্চর্য হলেন। টেবিল থেকে পানির গ্লেসটা ঠোঁটের কাছে তুলে এনে দ্রুত নামিয়ে নিলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আলবাৎ। কাজীর চোখে হঠাৎ বদরুদ্দিনের চেহারার ছবি বদলে গেল। অচেনা যেন। চোখের সামনে বদরুদ্দিন যথার্থ বিলেতি বাবু হয়ে উঠলেন। বাবুদের কাছে এ গরীবরা নিরুপায়। কাজী ভাবতে পারেননি বদরুদ্দিন এরকম কথা বলতে পারেন। বাধ্য হয়েই কাজী অন্য সুরে বললেন, মহব্বতউল্লা নামে আমাদের পাশের গাঁয়ে এক লোক ছিল, মস্ত বড় ধনী, কিন্তু কৃপণ। সে বলতো, গরীবকে সাহায্য কখনও

[২] অনেকে 'হাতকরা'কে 'সাতকরা' বলেন, কিন্তু একে 'হাতকরা'ই বলা উচিত।

করো না। হুঁশে চলবে, নতুবা খোদার রোষে পড়বে; কারণ তিনি যাকে গরীব করেছেন তাকে সাহায্যে করার আস্পর্ধা কারও থাকা উচিত না। তিনি যাকে ইচ্ছে ধনী করেন, যাকে ইচ্ছে দীনহীন করেন; তাই তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে নাখোশ হওয়া বোকার কাজ; ইনসানের জন্য না-যায়েজ, না-ফরমানি।

বদরুদ্দিন হেসে উঠলেন। একটু বাঁকা, দুর্বোধ্য হাসি। তিনি না বুঝেই সায় দিলেন, ঠিকই তো। মানুষের বোঝা উচিত হায়াতমৌত, রিজিকদৌলত মাবুদের হাতে। মখলুকাতের দায়িত্ব রাব্বুল আলামীনের। কাজেই তোয়াক্কুলের ওপর নির্ভর করা আমাদের কর্তব্য। তাই তো আমি নির্গম বাদশাহ হয়ে চলছি। কাজী হঠাৎ নীরব হয়ে গেলেন। একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে গেল রফিক, চুপচাপ বসে খেতে চলেছে সে। সহসা বদরুদ্দিন বললেন, শুধু এ প্রতিষ্ঠানকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপন করার জন্য সবসময় নিয়োজিত, সরকারের স্বীকৃতিলাভেই আমার ভবিষ্যৎ হবে নিশ্চিত।

কথাগুলো অসংলগ্ন হয়ে যাচ্ছে ভেবে কাজী হেসে বললেন, আপনি তো চেষ্টার ত্রুটি করছেন না। বাকিটুকু ছেড়ে দেন তোয়াক্কুলের ওপর।

ভাতের নলা গলার তলে ঠেলে দিলেন বদরুদ্দিন, তারপর শ্বাস নিয়ে বললেন, কিন্তু আমাদের ভেতর ইঁদুরের বাসা, তাই আশংকা হচ্ছে– সেক্রেটারি চাচ্ছেন না এ-প্রতিষ্ঠানের ডালপালা বর্ধিত হয়ে ওয়েলফেয়ার এসোসিয়শনের আঙিনা জুড়ে বিস্তার করুক। কারণ, তার যে সে-প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট পদের প্রতি লোলুপদৃষ্টি রয়েছে, তাই আমাদের কার্যকলাপ সীমিত করতে চান। আলহাজ্ব সাবের উপস্থিতিতে দেখলেন না তেমন প্রীত হননি। অবশ্য আমরা দ্বীন সাবের দুনিয়াবী খেয়াল সম্বন্ধে পরিচিতও না।

রফিক বলল, অযথা সন্দেহ করা চমীচীন না, কারও কথা বা কাজের হদিস না জেনে। নিয়ত অনুযায়ী বরকত। ভাবনার প্রয়োজন নেই! রফিক অবাক চোখে প্রথমে কাজী ও পরে বদরুদ্দিনকে দেখে নিল।

আচমকা বদরুদ্দিন বলে উঠলেন, আপনার কথায় সান্ত্বনা পেলাম! কিন্তু হাদীসে আছে– প্রথমে উটকে শক্ত করে বাঁধো তারপর আল্লাহর ওপর নির্ভর করো।

কাজী বললেন, তাই যদি হয় তবে দেখা যায় সর্বক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন অবশ্য কর্তব্য। এমনকি দৈবের আশ্বাসের ওপর বিশ্বাস করেও শিথিলতা বা কর্মবিমুখতার পরিণতি হতে পারে অত্যন্ত অনুশোচনা।

ভোজন শেষে তিনজন ফিরে এলেন বসার ঘরে। ট্রে-তে কাপ আর প্লেট সাজিয়ে কাজীর স্ত্রী টেবিলে রেখে গেছেন। টিপট, চিনি, দুধও। টিপট থেকে রফিক চা ঢালতে থাকে। একে একে অন্যরা হাতে তুলে নিলেন। কাজী সবেমাত্র চায়ের কাপে চুমুক বসাবেন এমন সময় ফোন এল। কাপটা টেবিলের ওপর রেখে ফোন ধরলেন। সৈয়দ সঞ্জব বিশেষ প্রয়োজনে আসতে চান, চেয়ারম্যানের যদি অসুবিধা না হয়। এখনই আসবেন। কাজী বাধা দিলেন না।

ব্রিটিশ ন্যাশনাল ফ্রন্টের চেলারা দরজার ফাঁক দিয়ে, চিঠি-বাক্সের ছিদ্রপথে, লন্ডনের কোনো কোনো এলাকায় কালো মানুষের বাসায় অগ্নিসংযোগে বস্ত্রখণ্ড নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে-তাড়িয়ে দেওয়া বা স্বর্গধামে প্রেরণপন্থা অবলম্বন করছে। ইনোক পাওয়ালের বর্ণবিদ্বেষী বক্তৃতায় বা প্রধানমন্ত্রী থ্যাচারের কলাকৌশলে 'নতুন কমননওয়েলের নাগরিক ব্রিটেন আগমন বন্যার' উল্লেখে নাৎসীদলের এ-নেশা ধরেছে; ফলে উপদ্রব অত্যাচারে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণপন্থী বর্ণবাদীর দ্বারা অত্যাচারিত বাঙালির ব্যথাবিক্ষুব্ধ চেহারা নিয়ে সৈয়দ সঞ্জব রুমে প্রবেশ করতেই আঁতকে উঠলেন উপবিষ্ট তিনজন। কাজী স্পষ্ট করে দু-চোখ মেলে সৈয়দ সঞ্জবকে দেখে নিলেন। বদরুদ্দিনের কণ্ঠ দিয়ে কষ্টে বেরিয়ে এল, মারাত্মক কিছু ঘটেনি তো?

স্বল্পসময় পর কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে দু-ঠোঁট থরথর করে কাঁপিয়ে গলা কাঁপাতে কাঁপাতে জবাব দিলেন, উইস্টনের বখাটে বাঙালি একটা চ্যাংড়াছেলের দল আমাদের এলাকায় এসে আলেকজান্দ্রা এ্যান্ডার্সন বালিকা বিদ্যালয়ের পাশের পার্কে জড়ো হয়। ওরা অসৎ উদ্দেশ্যে জটলা পাকায় এবং পার্কের পাশের রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের সময় বাঙালি মেয়েদের উত্যক্ত করে। ইতিমধ্যে প্রলোভনে পরে দুটো মেয়ে দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গি হয়েছে; এর বিহিত ব্যবস্থা জরুরী ভিত্তিতে নেওয়া আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

ভাইস চেয়ারম্যান প্রশ্ন করলেন, কি এ্যাকশন নিতে চান?

– আমি ভাবছি দূর থেকে ওদের ফটো তুলে পুলিশে দিলে কেমন হয়। সৈয়দ সঞ্জব একবার তাকালেন কাজীর দিকে আবার বদরুদ্দিনের দিকে। পা টলায়মান। কণ্ঠ কম্পিত। কথা ঝাপসা। হঠাৎ হাতের একটা আঙুল মটকে নিয়ে সৈয়দ সঞ্জব সতর্ক কণ্ঠে বললেন, এদেশে স্বাধীন সমাজে পুলিশের সাহায্য ছাড়া অসৎ ছেলেদের সায়েস্তা করা সম্ভব না। আর চলুন বালিকা স্কুলের প্রধানশিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে দেখা করে আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ ও তার সাহায্য কামনা করা যায়। পুলিশ অফিসারের সঙ্গেও দেখা করা যায়। কি বলেন?

– এজন্যই তো বলি বাঙালি নারীকে নিয়ে মহিলাসমিতি স্থাপনে কাউন্সিল ওয়েলফেয়ার অপিসার সহকারী আইরিশ পলকে আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করা উচিত না। বেটা পল আমাদের মেয়েদের পাখা গজিয়ে দিচ্ছে। আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। পাখা গজালে তাদের আর রান্নাঘরে পাবেন না। পাবেন পার্কে। পাবেন পাবে।

বদরুদ্দিন দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সৈয়দ সঞ্জবের ওপর ভবিষ্যদ্বাণী ফরমালেন; কারণ তার স্ত্রীও যে পলের দলের একজন। সৈয়দ সঞ্জব সুস্থির বলেই মনে হচ্ছে; তিনি স্বাভাবিক স্বরে বিড়ি রোল করতে করতে বললেন, পল প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ উইম্যান এসোসিয়েশনে আমাদের মেয়ের উপকার হচ্ছে; যেমন ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, সেলাই শিকানো, শিশুপালন, স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মাবলী সম্বন্ধে জ্ঞাত করনো হচ্ছে। এসব জ্ঞান দানে আপত্তি বা বাধার সৃষ্টি করা মানেই আমাদের ক্ষতি।

বিরক্ততৃপ্ত আভাস বেরিয়ে এল বদরুদ্দিনের কণ্ঠ দিয়ে, খ্রিস্টান মিশনারি চিকিৎসার নামে আমাদের দেশে যীশুর গুণ প্রচার করে কত অসহায় শিশুর পিতামাতাকে খিস্টান করেছিল তার কি ইয়ত্তা আছে?

একরোখা তর্কে সমস্যা সমাধানের সঠিক পথ বের করা যায় না– এ বিবেচনায় কাজী বললেন, এখন আমরা চারজন এ-বিষয় নিয়ে আলোচনা না করে রোববারের কমিটি মিটিংয়ে যখন অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতির আশা আছে তখন তাদের সারগর্ভ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আদ্যোপান্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে– এতে কারও মনে উত্তেজনার সৃষ্টি হবে না।

বদরুদ্দিনের সঙ্গে রফিক সিগারেট বিনিময় ও কাজীর ছোট ছেলের পান পরিবেশনে পরিবেশ সহজ হতে সাহায্য করল। পানের কস স্নায়ুর রসের সঙ্গে মিশে অন্তরকে বোধ হয় সরস করে দেয় তাই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সহাস্যে বিদায় নিলেন।

এমনি করে কাজীর ছুটির সপ্তাহ মসজিদ-কমিটির কাজের চাপে যতটুকু না, তার চেয়ে বেশি অকাজের গ্যাঞ্জামে চঞ্চল হয়ে উঠল।

দিনের বেলা সন্ধ্যার আগে এক ধরনের বিষাক্ত ঘুম পায়। কাজী অতিথিদের বিদায় দিয়ে বসার-ঘরে ফেরত আসতেই এরকম অনুভব করতে লাগলেন। বাথরুমে গিয়ে ভালো করে চোখমুখে পানির ঝাপটা দিলেন, নিজের ক্লান্তি দূর করার উদ্দেশে। তোয়ালে মুখ ও ঘাড় মুছতে মুছতে শোবার-ঘরে ঢুকে পড়লেন। কাজীর স্ত্রী খাটে চোখ বুজে শোয়ে আছেন, অবাক,চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন কাজী। গলায় প্লেইন একটা চেইন,

হাতে চারটা সোনার চুড়ি, নাকে পাথর বসানো নাকফুল, চোখে কাজল টানা নেই। অতিথিদের খাইয়ে গোসল করেই বোধ হয় বিছানা নিয়েছিলেন, ভেজা চুল ছড়ে আছে সমস্ত বালিশ জুড়ে, মুখে স্নো বা ক্রিমের কোনো প্রলেপ নেই; একেবারেই শাদাসিদে। পরনে তাঁতের শাড়ি, গায়ে ব্লাউজ– লক্ষ্য করাবার ব্যাপার, কাজী কোনোদিন তার স্ত্রীকে হাতকাটা ব্লাউজ পরতে দেখেননি। কাজীর চোখে তাকে অসম্ভব সুন্দর লাগছে; যেন সত্যিই উর্বশী, জ্বলন্ত হুরীর মতন অলৌকিক। তাকে ডাকতে গিয়েও কাজীর গলা দিয়ে ডাক বেরোল না। তিনি চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর ভাবছেন স্ত্রীকে বলেছিলাম, আগামী ছুটিতে ছেলেমেয়ে নিয়ে আমরা সমারসেট যাবো।

স্ত্রী প্রশ্ন করেছিলেন, এত জায়গা থাকতে সমারসেট কেন?

– সেখানে একটা বিখ্যাত হল রয়েছে, ওকলি হল। এছাড়া রয়েছে রিমার্কবোল গুহা, যারা জন্য সমারসেট বিখ্যাত। অঞ্চলটাকে সৌন্দর্যের লীলাভূমিও বলতে পারো। আসলে কি ঘটেছিল জানো, কাজী রসযুক্তভাবে বলেছিলেন, চট্টগ্রামের কিছু অংশ সমুদ্র কবলিত হয়ে গেলে, একে উদ্ধার করে স্রষ্টা সমারসেটে এনে যুক্ত করেছিলেন।

আরও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কাজী। বলেছিলেন, সপরিবারে আমরা যাবো ম্যাডাম টুস্যাদে। ব্যাকার স্ট্রিট টিউবের পাশেই এর অবস্থান। এখানে আছে– The best known wax exhibition in the world. Its history spans more than two hundred years. Madame Tussauds is a weird, wonderful, moving, sometimes terrifying collage of exibitions, panoramas, stage setting, snackbar and gift shops which manages to be most things to most people- most of the time. Some of the greatest men in the history, star shows, new horizons in space and time. এর একটা অংশ জুড়ে আছে দি প্ল্যানেটরিয়্যাম। ১৯৫৮ সালে প্রথম খোলা হয়। এখানে ঢুকলে মনে হবে যেন সত্যিসত্যিই মহাকাশে বিরাজ করছো। প্রথম এ-দেশে এসে আমি দু-দুবার গিয়েছিলাম, আর দেখা হয়নি। তোমার সঙ্গে আবার নতুন করে দেখে নেব। শুনেছি অনেক নতুন জিনিস আনা হয়েছে। আর শুন টেমস্ নদীর ওপর স্থাপিত দি টাওয়ার ব্রিজেও আমরা যাবো। উঁচু কোনো জাহাজ এলে ব্রিজটা দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। অন্যসময় ব্রিজের ওপর দিয়ে যানবাহন যাতায়াত করে। সত্যিই চমৎকার। এখানে একটা দুর্গও রয়েছে। এদেশে পুরনো রাজপ্রসাদের অভাব নেই। এখানে-সেখানে দুর্গ দেখা যায়, এর মধ্যে ওয়ারিকদুর্গ উল্লেখযোগ্য, এ ইংল্যান্ডের সব চেয়ে সুন্দর মধ্যযুগীয় দুর্গ।

কিন্তু দেখা হল না কিছুই। ছুটি ফুরিয়ে গেল।

(চলবে...)